মসজিদের ইমামদের মর্যাদা ও দায়িত্ব

অধ্যাপক গোলাম আযম

মসজিদের ইমামদের মর্যাদা ও দায়িত্ব

অধ্যাপক গোলাম আযম

www.amarboi.org

প্রকাশক ঃ
অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১২৩৯, ৯৩৩১৫৮১

প্রথম প্রকাশ ঃ
সেপ্টেম্বর ঃ ১৯৮১

পঞ্চম প্রকাশ ঃ
এপ্রিল ঃ ২০০৪
বৈশাখ ঃ ১৪১১
সফর ঃ ১৪২৫

মূল্য ঃ নির্ধারিত পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

www.amarboi.org

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মসজিদের ইমাম সাহেবানের খেদমতে

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

দ্বীন ইসলাম ও মুসলিম সমাজের খেদমতের যে বিরাট সুযোগ আল্লাহ পাক আপনাকে দিয়েছেন সে বিষয়ে আমার মনের সামান্য জযবা আপনার বিবেচনার জন্য পেশ করছি।

ইসলামে মসজিদের যে গুরুত্ব রয়েছে তা আমাদের সমাজে নেই এবং এ কারণেই ইমামেরও সঠিক মর্যাদা নেই। এর যেসব কারণ রয়েছে তা দূর করার চেষ্টা না করলে মসজিদ ও ইমামকে ইসলাম যে আসন দিয়েছে তা বহাল করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

নবী করীম (সঃ) হিজরতের পর মদীনা শরীফে পৌঁছে সর্বপ্রথম যে কাজ করেছিলেন তা হলো মসজিদ স্থাপন। কারণ মসজিদকেই তিনি মুসলিম জীবনের সামাজিক কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। নামায আদায় করার কাজ ছাড়াও মুসলিম সমাজের বহু কাজ মসজিদে তিনি সমাধা করতেন। এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত বৈঠক ও পরামর্শ মসজিদেই হতো।

এ কথা মুসলমানদের অজানা নয় যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং মসজিদে নববীর ইমাম ছিলেন। তারপর খোলাফায়ে রাশেদার যুগে খলীফাগণ রাসূলের প্রতিনিধি হিসাবে, রাষ্ট্রপ্রধান ও মসজিদে নববীর ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। সে যুগে বিভিন্ন এলাকায় নিযুক্ত গবর্নরগণ নিজ নিজ স্থানের প্রধান মসজিদের ইমাম হিসাবেই গণ্য হতেন। এর কারণ অতি স্পষ্ট।

ইসলাম মসজিদের ভেতরে নামাযীদেরকে আল্লাহর দাসত্ব করার অভ্যাস করায় যাতে তারা মসজিদের বাইরেও সব কাজ আল্লাহর দাস হিসাবে করার যোগ্য হতে পারে। তাই মুসলিম জীবনে মসজিদের ভেতরে ও বাইরে একই আল্লাহর গোলামী, বন্দেগী বা দাসত্ব করতে হয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর

www.amarboi.org

দাসত্ব করতে হলে একমাত্র শেষ নবীকে ইখলাসের সাথে অনুসরণ করেই তা করা সম্ভব। তাই সব বিষয়ে আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর নেতৃত্বই মুসলিম জীবনের মূলনীতি। কালেমা তাইয়েবার মারফতে সে নীতিই স্বীকার করা হয়।

তাহলে দ্বীন ইসলামের মূল কথা হলো আল্লাহ পাককে গোটা জীবনে একমাত্র ইলাহ, হুকুমকর্তা ও মনিব মানতে হবে এবং তাঁর শেষ নবীকে একমাত্র আদর্শ নেতা ও অনুকরণের যোগ্য মনে করতে হবে। নেতা শব্দের আরবীই হলো ইমাম। প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদের প্রকৃত ইমাম একমাত্র শেষ নবী। সকল নবীর উপরই ঈমান আনতে হয়। কিন্তু যে নবীর অনুকরণ করতে আল্লাহ হুকুম করেছেন তিনি একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ তিনিই শেষ নবী।

জনাব ইমাম সাহেব,

আপনি একটি মসজিদের ইমাম বা নেতা। মুসল্লীগণ আপনাকে ইমাম হিসাবেই নামাযের সময় মানে। কিন্তু নামাযের মধ্যে কোন ফরয বা ওয়াজিব আদায় করার সময় যদি আপনি ভুল করেন, তাহলে মুক্তাদীগণ পেছন থেকে লুকমা দিয়ে আপনাকে সংশোধন করার সুযোগ দেয়। আপনার ভুল ধরিয়ে দেবার এ বিষয় থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আপনি তাঁদের আসল ইমাম নন। তাঁদের আসল ইমাম হলেন রাসূল (সঃ)। তিনি যে নিয়মে নামায আদায় করতেন সে নিয়মই আপনাকে অনুকরণ করতে হবে। কারণ আপনি আসল ইমামের প্রতিনিধি বা খলীফা বা নায়েব। যতক্ষণ আপনি আসল ইমামের অনুকরণ করবেন ততক্ষণ মুসল্লীগণ আপনাকে মেনে চলতে বাধ্য। আপনার সাথে সাথে রুকু, সেজদা ইত্যাদি তাঁদেরকে আদায় করতে হয়। যদি ইমামের অনুসরণ না করে তাহলে মুকতাদির নামায আদায়ই হয় না। কিন্তু ইমাম ভুল করলে অন্ধভাবে আনুগত্য না করে ইমামকে সংশোধন করার দায়িত্ব মুকতাদীকে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহর রাসূলই একমাত্র আদর্শ নেতা বা ইমাম হওয়ার কারণেই মুসলমানদের কর্তব্য হলো সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), মুজতাহিদীন (রঃ) এবং ফিকার ইমামগণকে উস্তাদ মনে করে তাঁদের মাধ্যমে রাসূল (সঃ)-কে মানার চেষ্টা করা। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে মেনে চলা আসল উদ্দেশ্য নয়। তাঁরা যেহেতু রাসূল (সঃ)-কে সবচেয়ে বেশী মেনে চলেছেন, সেহেতু তাঁদেরকে মানলেই রাসূলকে ঠিকভাবে মানা সম্ভব হবে। ইমাম আবু হানীফা

www.amarboi.org

(রঃ)-কে মানা উদ্দেশ্য নয়। রাসূল (সাঃ)-কে মানার উদ্দেশ্যেই হানাফী মাযহাব বা অন্য কোন মাযহাব মানার নিয়ত হতে হবে। কবর থেকে হাশর পর্যন্ত আমাদেরকে যে কথা জিজ্ঞেস করা হবে তা হলোঃ রাসূলকে ঠিক মত মানা হয়েছে কিনা? "কোন্ ইমামকে মেনেছ" বা "কোন্ মাযহাবকে মেনে চলেছ" এ জাতীয় প্রশ্ন সেখানে হবে না। এ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের একমাত্র নেতা শেষ নবী (সাঃ) এবং তাঁর অনুসরণের জন্য যত লোকের সাহায্য নেয় হয়। তাঁরা সবাই আসলে নেতাকে মানা শিক্ষা দেবার উস্তাদ মাত্র।

মুহতারাম ইমাম সাহেব,

আগেই বলেছি, ইমাম হিসাবে আপনি রাসূল (সাঃ)-এর খলীফা বা প্রতিনিধি। ইসলামের বিধান মোতাবেক আপনি শুধু মসজিদের ইমাম নন। মসজিদের বাইরেও আপনার ইমামত বা নেতৃত্বের দায়িত্ব রয়েছে। আল্লাহ পাক যেমন মসজিদের ভেতরে ও বাইরে আমাদের প্রভু এবং শেষ নবী যেমন মসজিদের ভেতরে ও বাইরে আমাদের আসল নেতা, তেমনি মুসলমানদের নেতা এমন লোকদের হওয়া উচিত যাঁরা মসজিদে ইমামতি করার সাথে সাথে সমাজেও নেতৃত্ব দেবার যোগ্য।

আমাদের সমাজে এ ব্যাপারে সমস্যা হলো এই যে, যাঁরা জনগণের নেতা তাঁরা অনেকেই ঈদের নামায ছাড়া নামাযেই আসেন না। যাঁরা মোটামুটি নামায আদায় করেন, তাঁরাও সবাই জুম'আর নামায ছাড়া অন্য সময় মসজিদে যান না। পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতে নামায আদায় করেন এমন নেতা ক'জন তা সবারই জানা। নেতাদের সাথে মসিজদের সম্পর্ক যেমন সামান্য, তেমনি ইমামদের সাথেও সমাজের নেতৃত্বের সম্পর্ক অতি নগণ্য। ইসলামের দাবী অনুযায়ী মসজিদের ইমামকে মসজিদের বাইরেও নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে হবে। নেতারা মসজিদে ইমামতি করার যোগ্য হলেও এ দাবী পূরণ করা সহজ হতো। ইসলামের উন্নতির যুগে এ অবস্থাই ছিল। রাজধানী থেকে আরম্ভ করে নিম্ন এলাকা পর্যন্ত নেতারাই মসজিদের ইমামতি করতেন।

সমাজের বর্তমান অবস্থায় এটা আশা করা যায় না যে, নেতারা ইমামতির যোগ্য হবেন। তাই এ অবস্থার উন্নতি করতে হলে মসজিদের ইমামদেরকেই জনগণের মধ্যে নেতৃত্ব দেবার যোগ্য হতে হবে। এছাড়া সমাজে সৎ নেতৃত্ব কি করে কায়েম হতে পারে? অসৎ নেতৃত্বই যে সমাজের মূল সমস্যা একথা আপনি জানেন। অসৎ লোকেরা নেতা হলে সমাজে নেক পরিবেশ কিছুতেই সৃষ্টি হতে

www.amarboi.org

পারে না। নেতাদেরকে সৎ বানাবার চেষ্টা করলেও তা সফল হবার আশা কম। তাই সৎ লোকদেরকে নেতা বানাবার চেষ্টা করা এর চেয়ে সহজ। সাধারণত জনগণ মসজিদের ইমামকে সৎ লোকই মনে করে। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও ইমামদের মানুষ অসৎ মনে করে না। তাই সমাজে ইমামদের প্রভাব সৃষ্টি করা ছাড়া অসৎ নেতৃত্ব থেকে সমাজকে বাঁচানো সম্ভব নয়। জনগণের বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত এমন বহু বিষয় রয়েছে, যেখানে ইমাম তাঁদের খেদমত ও উপকার করতে পারেন এবং এর ফলে তাঁরা জনপ্রিয় নেতার মর্যাদা পেতে পারেন। অবশ্য নেতা হবার খাহেশ বা মর্যাদা পাওয়ার নিয়তে এ কাজ করা উচিত নয়। দ্বীনের মহান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই কর্তব্য হিসাবে জনগণের খেদমত করতে হবে। এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ইমাম হিসাবে আপনি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন তার সমাধান পেতে হবে।

ইমামদের সমস্যা

১. পয়লা সমস্যাই হলো রুযী-রোযগারের সমস্যা। সাধারণত মসজিদ কমিটির বেতনধারী কর্মচারী হিসাবেই ইমামদেরকে চাকরী করতে হয়। তদুপরি এমন পরিমাণ বেতন দেয়া হয় যদ্বারা চলা কঠিন। তাই চাকরী বহাল রাখার জন্য প্রভাবশালী লোকদের মরযী-মেযাজ বুঝে চলতে হয়। ফলে দ্বীনের সঠিক দাবী পূরণ করা কঠিন হয়।

২. ইমাম সাহেব স্থানীয় লোক না হলে এলাকার নেতৃস্থানীয় লোকদের অন্যায় বা বাড়াবাড়ি দেখেও এর প্রতিকার করার সাহস পান না।

৩. ইমামগণ যেসব মাদ্রাসায় পড়েছেন, সেখানে জনগণের সমস্যা বুঝবার এবং জনগণের সেবা করার কোন অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাননি। ফলে সমাজের নেতারা যে জনগণকে অন্যায় পথে নিয়ে যাচ্ছেন, তা অনুভব করলেও সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করার মত অভিজ্ঞতার অভাবে ইমামকে এসব অন্যায় সহ্য করে যেতে হয়। এসবের প্রতিকার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

৪. ইমামদের সবাই বর্তমান যুগের উপযোগী যুক্তি ও ভাষায় ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে বুঝাবার যোগ্যতা রাখেন না। তাঁরা শুধু ধর্মীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় মাসলা-মাসায়েল জানেন। আধুনিক যুগের প্রচলিত ইসলাম-বিরোধী চিন্তাধারার কুযুক্তি খন্ডন করে ইসলামের সঠিক ধারণা বুঝাবার ক্ষমতা রাখেন না। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী নেতাদের খপ্পর থেকে মুক্তাদীদেরকে হেফাযাত করার দায়িত্ব পালন করা কঠিন মনে করেন।

www.amarboi.org

সমস্যার সমাধান

উপরের চারটি সমস্যার সমাধানের উপরই ইমামদের মর্যাদা নির্ভর করে। মসজিদের সঠিক মর্যাদা তখনই বহাল করা সম্ভব হবে, যখন ঐসব সমস্যার সমাধান করে ইমাম সঠিক ভূমিকা পালন করার যোগ্য হবেন। অবশ্য এ যোগ্যতা কেউ ইমামকে দিয়ে যাবে না। ইমামকেই মেহনত করতে হবে এ যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য। আসুন, উক্ত চারটি সমস্যার সমাধান তালাশ করি। আপনি যদি এ সমাধান পছন্দ করেন, তাহলে আল্লাহ্ পাক আপনাকে যোগ্যতা বাড়াবার সুযোগ দান করবেন আশা করা যায়।

১. আপনি যদি বেতনধারী না হন, তাহলে প্রথম সমস্যাটি আপনার নেই। বেতন নিয়ে ইমামতি করায় মসজিদ কমিটি ও এলাকার প্রভাবশালী লোকদেরকে একটু হিসাব করে চলতে হতে পারে। তাই বেতনধারী ইমামদের মর্যাদা বহাল করার জন্য সবার নিকট বলিষ্ঠভাবে বলুন ঃ

"মুসল্লী ভাইসব, আপনারা আমার সাথে নামায আদায় করেন। নামাযের জন্য আপনাদেরকে কোন বেতন দেওয়া হয় না। আমাকে বেতন নিতে হয় কেন? আমিও তো একজন মুসল্লী। ইমামতি না করলেও আমাকে জামায়াতে নামায আদায় করতেই হবে। যদি আমি কোন এক মসজিদের নির্দিষ্ট ইমাম না হয়ে অন্য কোনর রূযী-রোযগার করি, তাহলেও আমাকে মসজিদেই নামায পড়তে হবে। যখন যে মসজিদে সুযোগ পাব, সেখানেই পড়ব এবং কোথাও কোন সময় ইমামতি করতে বললে তা-ও করব। তখন বেতন নেবার দরকার হবে না। কিন্তু এখন বেতন নিতে হচ্ছে কেন? এটা মুসল্লীদের ভাল করে বুঝতে হবে যে, আমি নামাযের বদলায় বেতন নিতে পারি না। নিলে আমার নামাযই হবে না। আর ইমামদেরই যদি নামায না হয় তাহলে মুক্তাদিরও নামায বরবাদ হবে।

আমাকে বাধ্য হয়ে বেতন নিতে হয় একটা মসজিদে আটক থাকার কারণে। নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত ইমামতি করার দায়িত্ব আমাকে আটক থাকতে বাধ্য করে। এ আটক থাকার বদলায় আমাকে বেতন নিতে হয়। যাঁরা হামেশা জামায়াতে হাযির হন, তাঁদের মধ্যে যদি ইমামতির যোগ্য লোক থাকে, তাহলে বেতন দিয়ে ইমাম রাখার দরকার হয় না।"

"আশা করি একথা আপনাদের নিকট পরিষ্কার হয়েছে যে, আমি নামায পড়াবার বদলে টাকা নিচ্ছি না। ইমামের দায়িত্ব পালনে বাধ্য হয়ে সময় দিতে

www.amarboi.org

হচ্ছে বলে আমার খরচপত্রের জন্য আপনারা যা দিচ্ছেন তা নিচ্ছি। যদি না নিয়ে চলতে পারতাম তা হলে আমার জন্য আরও ভাল হতো।"

"আপনাদেরকে এত কথা বলতে হল এ জন্য যে, ইমামকে যদি কর্মচারী মনে করা হয় বা বেতনের চাকর হিসাবে ধরা হয়, তাহলে আল্লাহর ঘর, ইমামতির পদ ও নামাযের মর্যাদা নষ্ট হয়। আপনারা নিশ্চয়ই এ সবের মর্যাদা উচ্চ মনে করেন। ব্যক্তি হিসাবে আমি অপনাদের মতই একজন নামাযী মাত্র। কিন্তু ইমামতির পদটির মর্যাদা অনেক বড়। ইমামের পদ হচ্ছে রাসূলের (সাঃ) প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব। আসল ইমাম হলেন রাসূল (সাঃ)।"

"আমাকে তাই ইমাম হিসাবে নবীর আনীত পুরা দ্বীনী শিক্ষাকে মুসল্লীদের খেদমতে পেশ করতে হবে এবং আমাদের সবাইকে দ্বীন ইসলামের সবটুকুই পালনের চেষ্টা করতে হবে। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এ বিরাট দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব। এখন থেকে এ বিষয়ে যা কিছু করণীয় তা আপনাদের সাথে পরামর্শ করেই করতে চাই।"

উপরের এই কথাগুলো আশা করি বেতনধারী ইমামের মর্যাদা বহাল করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ পাকের উপর তাওয়াক্কুল, নবীর খলীফার দায়িত্ববোধ ও ঈমানী আত্মবিশ্বাস নিয়ে এ সব কথা পেশ করলে মানুষ অবশ্যই বুঝবে।

ইমামের রূযী-রোযগারের জন্য মসজিদ থেকে পাওয়া ভাতাটুকুতে চলে না বলে অনেকেই মাদ্রাসা ও স্কুলে শিক্ষকতা করেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নিজকে শিক্ষক হিসাবেই প্রেরিত বলে ঘোষণা করেছেন (বুয়েছতু মুয়াল্লিমা)। শিক্ষকের দায়িত্ব ও ইমামের দায়িত্বে গভীর মিল আছে। যে ইমাম মসজিদে ইসলামের যোগ্য শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন, তিনিই সত্যিকার মর্যাদা পান।

২. ইমাম যদি স্থানীয় নাও হন, তবু ঈমানী মনোবল, যথার্থ ইসলামী জ্ঞান, বলিষ্ঠ চরিত্রবল এবং রিযিকদাতা হিসাবে আল্লাহ পাকের উপর তাওয়াক্কুলের অস্ত্রে যদি তিনি সজ্জিত হন, তাহলে প্রভাবশালী লোকেরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হবে। দ্বীনের দায়িত্ব পালন করার ফলে স্থানীয় কোন প্রভাবশালী লোক যদি নারাজ হয়ও তাতে কিছু আসে যায় না। স্থানীয় মুসল্লী ও জনগণ যোগ্য ও নেক ইমামের পক্ষে অবশ্যই দাঁড়াবে। সত্যের শক্তি অদ্ভুত। মিথ্যা সত্যের বিরুদ্ধে টিকতে পারে না।

৩. মসজিদে যারা আসে না, তাদের সাথে ইমামের কোন সম্পর্ক সাধারণত থাকে না। মুসলিম জনগণের প্রতি ইমামের অনেক দায়িত্ব। ইমামতিকে যিনি

www.amarboi.org

চাকরী মনে করেন না, তিনি উপস্থিত মুসল্লীদের নামাযটুকু পড়িয়ে দেওয়াই যথেষ্ট মনে করতে পারেন না। যারা মসজিদে আসে না তাদেরকেও মসজিদমুখী করার দায়িত্ব তিনি বুঝেন। জনগণকে কাছে টানতে হলে শুধু ওয়ায করাই যথেষ্ট নয়। ওয়ায যাঁরা শুনতেই আসে না তাঁদের নিকটও পৌছাতে হবে। বিভিন্ন প্রকার এমন সেবামূলক কাজ মসজিদকে ভিত্তি করেই করা যায় যার ফলে জনগণের মন ইমামের প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য। জনগণ বাস্তব জীবনে শুধু সামান্য জ্ঞানের অভাবে বহু দুঃখ-কষ্টে ভোগে। পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টিভঙ্গি, হাঁস-মুরগি, পশুপালন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান, মাছের চাষ, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, মুষ্টি তুলে বিধবা, এতিম, পঙ্গু, অন্ধ ও বৃদ্ধদের সাহায্য ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় লোকদেরকে ইমাম সাহেব সহজেই নেতৃত্ব দিতে পারেন। সমাজের খাদেম হিসাবে ইমামদেরকে এসব বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান দেবার মসজিদ মিশন ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন যে সুযোগ দিচ্ছে তা ইমামগণ যদি উৎসাহের সাথে গ্রহণ করেন, তাহলে মসজিদের বাইরেও ইমামদের নেতৃত্ব কায়েম হতে পারে। ফলে সমাজ বেঈমান নেতাদের খপ্পর থেকে কিছুটা রেহাই পাবে।

৪. আগেই বলেছি যে, সমাজে মসজিদের গুরুত্ব ও মর্যাদা ইমামের যোগ্যতার উপরই প্রধানতঃ নির্ভরশীল। মসজিদের ভেতরে ও বাইরে ইসলামকে সুন্দর ও সহজভাবে যুক্তিসহকারে বুঝাবার যোগ্যতা যে ইমামের আছে তার প্রভাব ও প্রাধান্য কায়েম হওয়াই স্বাভাবিক। আধুনিক যুগের মানুষের মনে যেসব প্রশ্ন বাতিল মতবাদ ও সুবিধাবাদী মহল থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেসব প্রশ্নের জওয়াব কোরআন-হাদীস থেকে যুক্তি সহকারে পেশ করতে হবে। আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় ইসলামকে সহজ-সরলভাবে বুঝানোর মত বই-পুস্তকের কোন অভাব নেই। ইমাম সাহেব উদ্যোগ নিয়ে নিজ মসজিদে ঐসব বই-এর একটা পাঠাগার কায়েম করলে ইমাম ও মুক্তাদী সবাই দ্বীনের আলো হাসিল করতে পারবেন। মাদ্রাসায় ইমাম সাহেব কোরআন-হাদীসের যেটুকু শিক্ষা পেয়েছেন এসব সাহিত্যের সাহায্যে তাঁর ঐ ইল্‌ম আরও আকর্ষণীয় হবে এবং সবাইকে বুঝাবার জন্য তাঁর যোগ্যতাও বৃদ্ধি পাবে।

www.amarboi.org

দ্বীনের সঠিক ধারণা শিক্ষা দান

দ্বীনের সম্মানিত উস্তায,

মসজিদে যারা ৫ ওয়াক্ত নামায ও জুমআর নামাযে শরীক হয় তাদেরকে দ্বীন ইসলামের সঠিক ধারণা দানের মহান দায়িত্ব কে পালন করবে? ইমাম হিসাবে একমাত্র আপনারই এ মহা সুযোগ রয়েছে।

দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণার বড়ই অভাব। আল্লাহ পাক ইসলামকে 'দ্বীন' হিসাবে দান করেছেন। সাধারণভাবে মানুষ দ্বীন ইসলামের অর্থ মনে করে "ইসলাম ধর্ম"। এটা মারাত্মক ভুল অর্থ। দ্বীন শব্দের মূল অর্থ হলো আনুগত্য (এতাআত)। "দ্বীন ইসলাম" মানে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার জন্য আল্লাহর দেয়া ইসলামী বিধান।

মানুষের জীবনের অনেক দিক রয়েছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিক মিলেই মানুষের জীবন। নামায-রোযা, যিকর-আযকার, তাসবীহ্-তিলাওয়াত ইত্যাদি ইসলামের ধর্মীয় বিষয়। শুধু এটুকুই ইসলাম নয়।

রাসূল (সাঃ) এর নবুওয়তের ২৩ বছরের জীবনে তিনি যা বলেছেন ও করেছেন এর সবটুকু মিলেই ইসলাম। তাঁর জীবনই ইসলামের পূর্ণ, বাস্তব ও জীবন্ত রূপ। তাঁর জীবনের শুধু ধর্মীয় দিকটুকুকে পূর্ণ ইসলাম মনে করা স্পষ্ট গুমরাহী। ইসলামের কোন অংশ বা দিক বাদ দেবার ইখতিয়ার আল্লাহ দেননি।

রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার জন্যই রাসূল (সাঃ)কে পাঠানো হয়েছে বলে কুরআনে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলের (সাঃ) উপর যারা ঈমান আনার দাবীদার তাদেরও এ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা কর্তব্য।

রাসূল (সাঃ) এর ইমামতিতে মদীনার মসজিদে জামায়াতে নামায পড়েও যারা অহুদ যুদ্ধে শরীক হতে রাযী হয়নি তাদেরকে মুনাফিক ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূল (সাঃ)-এর আসল দায়িত্ব পালনে যারা শরীক ছিলেন তাদেরকেই

www.amarboi.org

আল্লাহ পাক সাহাবী (সাথী) হিসাবে গণ্য করেছেন। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে শুধু নামায-রোযা ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করাই যথেষ্ট নয়। রাসূল (সাঃ) এর খাঁটি উম্মতের মর্যাদা পেতে হলে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে রাসূল (সাঃ) যা করেছেন তা অবশ্যই করতে হবে। কারণ ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠান-সর্বস্ব নয়। দ্বীন ইসলাম মানব জীবনের সকল দিকের জন্য একমাত্র নির্ভুল ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান (মুকাম্মিল নিযামে হায়াত)।

প্রিয় দ্বীনী ভাই,

আপনি একটি মসজিদের উছিলায় যে মহল্লায় আছেন, সেখানে হয়তো দ্বীন ইসলামের আলো বিতরণের জন্য আপনি ছাড়া আর কোন ব্যবস্থাই নেই। অন্য কোন লোকের কিছু যোগ্যতা থাকলেও ইমাম হিসাবে আপনার যে সুযোগ তা আর কারো নেই।

আমাদের দেশের বড় সমস্যাই 'চরিত্রের অভাব'। এ অভাব দূর করার বড় উপায় হলো মসজিদকে সমাজের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা। মসজিদের মুসল্লীগণ আপনার রেডিমেড কর্মীবাহিনী, তাঁদেরকে যোগ্য ইসলামী কর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে পারলে বাকী কাজ সহজ হবে। তাদের নামায শুদ্ধ করতে হবে। নামাযের হাকীকত বুঝিয়ে তাঁদের নামাযকে উন্নত করতে হবে যাতে তাদের চরিত্রে নামাযের প্রভাব পড়ে। তাঁদের সাহায্যে নামাযীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। এভাবে আপনার কর্মী সংখ্যাও বাড়বে।

চরিত্রের উন্নতি শুধু নসীহত দ্বারাই হয় না। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে চরিত্র গঠনের ওয়ায ফলদায়ক হতে পারে না। তাই বিভিন্ন রকম সেবামূলক কাজের মাধ্যমে ইমামদের চরিত্রের ছাপ জনগণের মধ্যে পড়বে। এর ফলে সৎ লোকের নেতৃত্বের সুফল জনগণ সহজেই বুঝতে পারবে। আজকাল অনেক টাউট জাতীয় লোকেরাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবার চেষ্টা করে বলে জাতীয় চরিত্র দিন দিনই আরও খারাপ হচ্ছে। ইমামদের নেতৃত্ব কায়েম হলে সমাজ টাউটদের খপ্পর থেকে মুক্তি পেতে পারে।

www.amarboi.org

মসজিদ-ভিত্তিক ৭ দফা কর্মসূচী

আপনার মসজিদকে কেন্দ্র করে এত রকম কাজ করা সম্ভব যার ফলে গোটা এলাকার জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়তে পারে। এলাকার যুবক ও সমাজ সচেতন লোকদের সহযোগিতায় বহু রকমের কাজ করা যায়। নমুনা স্বরূপ ৭ প্রকার কাজের উল্লেখ করছি। এর মধ্যে কোন কোন কাজ আপনি নিশ্চয়ই করে যাচ্ছেন। বাকীগুলোও চালু করার মাধ্যমে আপনি মহান খাদেম হবার মর্যাদা পেতে পারেন।

১. ফুরকানিয়া মাদ্রাসা

এলাকার ছেলেমেয়েদের জন্য সকালে মসজিদে ফুরকানিয়া মাদ্রাসা চালু করা যেতে পারে। শুধু কোরআন শরীফ পড়া শেখানই যথেষ্ট নয়। ফুরকানিয়া মাদ্রাসাগুলোর জন্য ঢাকাস্থ "ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি" একটি সুন্দর পাঠ্য তালিকা তৈরি করেছে। এবং সে অনুযায়ী বই প্রকাশেরও চেষ্টা চালাচ্ছে। ঐ সব বই যোগাড় করে শিশুদের ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ মযবুত করে তুলতে পারেন।

২. বয়স্কদের শিক্ষা

সন্ধ্যায় বয়স্কদের কোরআন শরীফ পড়া শেখান ও ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা দান করার ব্যবস্থা করলে দ্বীনের বিরাট খেদমত হবে। এ সঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে পারলে আরও ভাল।

৩. মসজিদে ইসলামী পাঠাগার

মসজিদে কোরআন শরীফ রাখার রেওয়াজ চালু আছে। একটি আলমারিতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তাফসীর, হাদীস ও বিভিন্ন ইসলামী বই রেখে মুসল্লিদেরকে পড়ার জন্য উৎসাহ দিলে দ্বীনের ইল্‌ম সহজেই ছড়াতে পারে। অনেকেই বই-এর খোঁজ জানে না। আবার অনেকে কিনে পড়ার ক্ষমতা রাখে না। মসজিদ থেকে বই নিয়ে ফেরত দেবার ব্যবস্থা থাকলে সবাই পড়ার সুযোগ পাবে।

৪. জুম'আর খুৎবা বুঝান

খুৎবার মধ্যে অনেক নসীহত থাকে। শুধু আরবীতে খুৎবাটুকু শুনিয়ে দিলে মুসল্লীরা দ্বীনের অনেক কথা জানা থেকে বঞ্চিত থাকে। তাই জরুরী কথাগুলো বাংলায় বুঝিয়ে দেয়া দরকার।

www.amarboi.org

৫. সাপ্তাহিক দারসে কোরআন

নিয়মিত সপ্তাহে নির্দিষ্ট একদিন একটা সুবিধাজনক সময়ে কোরআন মজীদের তাফসীরের ব্যবস্থা মসজিদে চালু করা অত্যন্ত উপকারী বলে প্রমাণিত। এ দ্বারা ইমাম সাহেবই সবচেয়ে বেশী লাভবান হবেন। কোরআন পাককে বুঝাবার চেষ্টা করলে সঠিকভাবে বুঝবার যোগ্যতা হবে। এর চেয়ে বড় লাভ আর কী হতে পারে?

৬. দাওয়াতে দ্বীন

এলাকাবাসীদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌছাবার জন্য মাসিক সভা ও বিভিন্ন উপলক্ষে ওয়ায-মাহফিল দ্বারা ইসলামী জীবন গড়ার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা যায়। এলাকার বাইরে থেকে বক্তা আনলে জনগণের উৎসাহ বাড়ে। এক মসজিদের ইমামকে অন্য মসজিদে ওয়ায়েজ হিসাবে দাওয়াত করে নিলেও এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে।

৭. প্রাথমিক চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবামূলক কাজ

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যুব বয়সেই 'হিলফুল ফুদুল" নামক সেবামূলক সমিতি কায়েম করে যাদেরকে সহকর্মী হিসাবে পেয়েছিলেন, তাঁরা সবাই পরবর্তীকালে তাঁকে নবী হিসাবে সহজেই মেনে নিয়েছিলেন। সেবা মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করে। এর মারফতে মানুষকে মসজিদমুখী করা সহজ হবে।

ইমাম সাহেব যদি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পর্কে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করেন এবং পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট হাসিল করেন, তাহলে গরবীদের সস্তা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে পারেন।

মুহতারাম ইমাম সাহেব,

আমার আরযটুকু ধৈর্যের সাথে পড়ার জন্য আন্তরিক শুকরিয়া জানাই। সমাজে ইমামগণ জনগণের যোগ্য নেতা হোন এবং ইমামদের সম্মান বৃদ্ধির মাধ্যমে মসজিদ ইসলামের সত্যিকার মর্যাদা সম্পূর্ণ করুক এটাই এ আবেদনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করার জন্য আধুনিক এমন সব মতবাদ জাতির উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে যা ইসলামের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট জাহিলিয়াত। এসব আধুনিক জাহিলিয়াতের ধারক ও বাহকরা চায় যে, ইসলাম যেন মসজিদের ভেতরেই আবদ্ধ থাকে; আল্লাহর প্রভুত্ব যেন মসজিদের বাইরে কায়েম না হয়; কোরআনের আইনের কথা যেন কেউ না বলে এবং রাসূলের

www.amarboi.org

আদর্শ যেন সমাজে চালু হতে না পারে। আপনার মুসল্লীদের মধ্যেও এসব খেয়ালের কিছু লোক থাকতে পারে। তাঁরা হয়তো ইসলামের সার্বিক জ্ঞানের অভাবেই নামায পড়ার সাথে সাথে ঐসব জাহেলী মতবাদকেও সমর্থন করে।

বর্তমানে দুই প্রকার জাহেলিয়াত সমাজে সক্রিয় রয়েছে। ইসলামের শিক্ষা ও রাসূলের (সাঃ) জীবনাদর্শ এর সম্পূর্ণ বিরোধী।

১. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ- জাহেলিয়াতের পহেলা ভিত্তিই এটা। আল্লাহকে স্রষ্টা মানতে ফেরাউন-নমরূদেরও আপত্তি ছিল না। কিন্তু জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন মেনে নিতে তারা রাযী ছিল না। সব নবীর সাথেই কর্তাদের এ নিয়ে টক্কর হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসীরা রাষ্ট্র, সমাজ ও গভর্নমেন্টকে ধর্মের আওতার বাইরে রাখতে চায়। তারা আল্লাহ্ পাকের উপর ১৪৪ ধারা জারী করে দ্বীনকে মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চায়। অথচ দ্বীন ইসলামের দাবী হচ্ছে জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে।

২. জাতীয়তাবাদ- বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে দেশের মুসলিম-অমুসলিম সবাই আমরা বাংলাদেশী। বাংলা ভাষা আমার প্রিয় মাতৃভাষা। সে হিসাবে আমরা হিন্দু-মুসলিম নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী বা বাংলাভাষী। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে দেশ ও ভাষা জাতীয়তার ভিত্তি নয়। আদর্শের ভিত্তিতে ইসলাম জাতীয়তার সংজ্ঞা দেয়। শেষ নবী (সাঃ) আপন চাচা আবু লাহাবের সাথে এক জাতি হতে পারেননি। ভাষা ও দেশের দিক দিয়ে এক হওয়া সত্ত্বেও আদর্শ এক না হওয়ায় দু'জন এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হননি। অপরদিকে আফ্রিকার বেলাল (রাঃ) এবং পারস্যের সালমান (রাঃ) একমাত্র আদর্শের ভিত্তিতে আরবের আবুবকর (রাঃ) ও উমরের (রাঃ) সাথে একজাতি বলে গণ্য হলেন। এ কারণেই এক ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও এ দেশের মুসলমানরা অমুসলিম বাংলাদেশীদের সাথে মিলে একজাতি হতে পারে না। মুসলমান এক আদর্শিক জাতি। এক দেশের নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশের অমুসলমানগণ আমাদের দেশী ভাই। কিন্তু এক আদর্শের অনুসারী নয় বলে তাঁরা জাতি হিসাবে পৃথক।

বাংলাদেশের মুসলমানগণ বাংলা ভাষাভাষী হিসাবে অবশ্যই বাঙ্গালী। বাংলাদেশের বাইরেও অন্যান্য দেশে বাঙ্গালী (বাংলাভাষী) রয়েছে। ইংরেজী ভাষাভাষী সব দেশের লোকই যেমন ইংরেজ জাতি নয়, তেমনি বাংলাভাষী সব দেশের লোকই বাঙ্গালী জাতি নয়। ভাষা কোথাও জাতিত্বের ভিত্তি নয়। সুতরাং আমরা বাংলা ভাষাভাষী হিসাবে বাঙ্গালী, বাংলাদেশের অধিবাসী হিসাবে বাংলাদেশী এবং ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী হিসাবে মুসলিম জাতি। রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে

www.amarboi.org

আমরা বাংলাদেশী। 'নেশন' কথাটি পরিভাষা হিসাবে প্রচলিত হলেও এটা রাজনৈতিক সংজ্ঞা মাত্র। আদর্শের সংজ্ঞায় আমরা মুসলিম জাতি। রাজনৈতিক সংজ্ঞায় এদেশের অধিবাসীদেরকে "বাংলাদেশী জাতি" বলা চলে। কিন্তু "বাঙ্গালী জাতি" বলতে গেলে দেশের মানুষ বদলিয়ে শুধু 'বাংলা' বা বেঙ্গল রাখতে হবে। বাংলাদেশ নাম থাকা অবস্থায় 'বাঙ্গালী জাতি' পরিভাষা হিসাবে শুদ্ধ হয় না।

মুহতারাম ভাই,

ইমাম হিসাবে আপনি মুসলিম জনগণের নিকট ইসলামের শিক্ষক। তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান হেকমতের সাথে পরিবেশন করা না হলে দ্বীনের দায়িত্ব ঠিকমত পালন হয় না বলে আমার ধারণা। প্রয়োজনীয় পড়াশুনা করলে সুন্দর যুক্তি দিয়ে মানুষকে এসব জাহিলী মতবাদের কুফল বুঝাতে পারবেন, এটাই আমার বিশ্বাস। যারা ঐসব মতবাদের সমর্থক, তারা অনেকেই হুজুগে মেতেই সেদিকে গিয়েছে। তারা আমাদের মুসলমান ভাই। দরদ দিয়ে তাঁদেরকে বুঝাতে হবে। তাই বক্তৃতার সময়ও দরদের পরিচয় দিতে হবে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করলে রাসূলের নীতির খেলাফ হবে। "হিকমত" ও "মাওয়েযা"-এর মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত তাদের দিলে পৌঁছাতে হবে।

ইসলামী অর্থনীতি যে একমাত্র শোষণহীন ব্যবস্থা, তা পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের জানা নেই। পুঁজিবাদের শোষণ থেকে মুক্তির দোহাই দিয়ে সমাজতন্ত্র মানুষকে চরম গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে, একথা দুনিয়ায় বাস্তবে প্রমাণিত। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের খপ্পর থেকে একমাত্র ইসলামই যে মুক্তি দিতে পারে সেকথা বুঝাবার দায়িত্ব আপনাদেরকেই নিতে হবে। জনসাধারণকে সব রকম গুমরাহী থেকে হেফাযতের চেষ্টা করা না হলে আপনারাও এর কুফল থেকে রক্ষা পাবেন না।

আপনার খেদমতে যা পেশ করেছি, তা একমাত্র দ্বীন ইসলাম ও মুসলিম জাতির কল্যাণ মনে করেই করেছি। যদি এতে কোন ভুল থেকে থাকে, তাহলে আমাকে সংশোধন হবার সুযোগ দেবেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, "ইসলামী বাংলাদেশ" হিসাবেই এদেশের স্বাধীনতা বজায় থাকতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ আমাদের প্রিয় জন্মভূমিতে যাতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য আপনাকে মুসলমানদের নেতা হিসাবে সজাগ থাকার আবেদন জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

ইসলামে ইমামের যে মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ পাক আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সে মহাসম্মান দান করুন- এ দোয়াই করি- আমীন।

www.amarboi.org

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে ইসলামকে জানতে হলে যে সব বই পড়া জরুরী

১. ইসলাম পরিচিতি
২. ঈমানের হাকীকত
৩. ইসলামের হাকীকত
৪. নামায-রোযার হাকীকত
৫. যাকাতের হাকীকত
৬. হজ্বের হাকীকত
৭. জিহাদের হাকীকত
৮. আল্লাহর পথে জিহাদ
৯. দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা
১০. ইকামাতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীন
১১. বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি
১২. ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ
১৩. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ
১৪. ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ
১৫. ক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহর ভূমিকা
১৬. সত্যের সাক্ষ্য
১৭. ভাঙ্গা গড়া
১৮. ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী

www.amarboi.org